প্রথম আলো

তারিখ 16 SEP 2012
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৭

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে

গোলটেবিল বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

'প্রথম বর্ষের পরীক্ষার আছে মাত্র আর কয়েক দিন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এক দিনও শ্রেণীকক্ষে গিয়ে ক্লাস করতে পারিনি। কেননা, আমার হুইলচেয়ার নিয়ে ক্লাসে ঢোকা যায় না। শুধু একজনের জন্য শিক্ষকেরাও নিচতলায় ক্লাসটি নেন না। ফলে বাড়িতে পড়েই পরীক্ষা দিতে হবে।' কথাগুলো ইডেন কলেজের শিক্ষার্থী রওনক জাহানের। রওনক শারীরিক প্রতিবন্ধী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী জয়ন্ত কুমার সাহা বলেন, 'পরীক্ষার হয়তো ঘণ্টা খানেক সময় বাকি আছে, তখন শ্রুতিলেখক জানিয়ে দেয়, সে আসতে পারবে না।'

বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী সাফিকা সাইফ দোভাষীর সহায়তায় ইশারা ভাষায় বলেন, 'আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাবরক্ষণ বিভাগে ভর্তি হতে চাই। পরবর্তী সময়ে ব্যাংকে কাজ করতে চাই। তবে জানি না, আমার এ ইচ্ছা পূরণ হবে কি না।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উম্মে তানজিলা চৌধুরী বলেন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা থাকতে হবে। তবে তারও আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোসহ সবকিছুকে প্রতিবন্ধীবান্ধব করা জরুরি।

প্রথম আলোর কার্যালয়ে গতকাল 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা : সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অতিথিরা ● ছবি : প্রথম আলো

গতকাল শনিবার *প্রথম আলো* কার্যালয়ে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা : সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা তাঁদের সমস্যার কথাগুলো এভাবেই তুলে ধরেন। সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্টের (সিডিডি) সহায়তায় *প্রথম আলো* এ বৈঠকের আয়োজন করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এ এস মাহমুদ বলেন, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু করার ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা আছে, শুধু আর্থিক সামর্থ্য নেই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ার হোসেন বলেন, প্রতিবন্ধীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বড় বাধা অর্থ। এ ক্ষেত্রে বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা পাওয়া ও দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জুলিয়ান ফ্রানসিস বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা বাড়ার কথা বলছে। দেশে প্রতিবন্ধীদের সঠিক পরিসংখ্যান নেই। উন্নয়নকাজে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা জানা জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী আইন করে সব প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের চাকরির জন্য ৫ থেকে ১০ শতাংশ কোটা রাখার সুপারিশ করেন।

বৈঠকের একপর্যায়ে লাইট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড এবং উৎসাহ ট্রাস্টের আর্থিক সহায়তায় উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাওয়া ১৫ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর হাতে ল্যাপটপ, সনদ ও একটি করে ক্রেস্ট তুলে দেন বৈঠকে

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৫

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অংশগ্রহণকারী অতিথিরা। সিডিডির নির্বাহী পরিচালক এ এইচ এম নোমান খানের র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কারের পাওয়া অর্থ দিয়ে উৎসাহ ট্রাস্টটি পরিচালিত হচ্ছে। বৈঠকে *প্রথম আলোর* সহযোগী সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভবন তৈরিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যাতায়াতে ঢালু পথ বা র‍্যাম্প তৈরি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পুরোনো ভবনগুলোতে র‍্যাম্প তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রুতিলেখকের সাহায্যে যাঁরা পরীক্ষা দেন, তাঁদের পরীক্ষার সময় বাড়ানো হয়েছে।

সভায় বগুড়া মেডিকেল কলেজের মধুসূদনের নামটি বারবার উচ্চারিত হয়। তুতলিয়ে কথা বলার জন্য অনেকে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত। শিক্ষকেরা বলতেন, মধুসূদনকে চিকিৎসক বানানো সম্ভব নয়। একপর্যায়ে মধুসূদন আত্মহত্যা করেন। প্রতিবন্ধী সাফিকা বলেন, এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে। আরেফিন সিদ্দিকও বলেন, বর্তমান যুগে এই আত্মহত্যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে: এ এইচ এম নোমান খান বলেন, বছর দশেক আগেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের খুঁজে পাওয়া যেত না। তবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আইন ও নীতিমালা তৈরি হয়েছে, এখন বাস্তবায়নের দিকে নজর বাড়াতে হবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হোসেন মোল্লা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাসে এক হাজার টাকা করে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। টাকার পরিমাণ বাড়ানো উচিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম গোলাম ফারুক বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন নীতিমালার আলোকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

বৈঠকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা ব্রেইল বইয়ের সংকটসহ আরও কিছু সমস্যার কথা বলেন। কম্পিউটারে বাংলা স্ক্রিন রিডারের অভাবে বাংলা পড়তে পারেন না তাঁরা। ভর্তির সময়ই হোঁচট খান তাঁরা। পাবলিক পরীক্ষায় শ্রুতিলেখকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হলেও ভর্তির সময় সে সুযোগ পান না। হলে বা হোস্টেলে আসন পাওয়াও দুরূহ। ইশারা ভাষা অন্যরা বুঝতে পারেন না। তা নিয়ে অনেকে বরং হাসাহাসি করেন। তাই সচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তাঁরা।

মূল প্রবন্ধে সিডিডির সহকারী পরিচালক মাসুদুল আবেদীন খান উচ্চশিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য পরামর্শক শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করেন। ইশারা ভাষা সবাই বুঝতে পারেন না, চিকিৎসকের কাছে যাওয়াসহ সব জায়গায় গিয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। আদালতসহ প্রতিটি জায়গায় দোভাষী নিয়োগের সুপারিশ করেন তিনি।

বৈঠকে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের জন্য ইশারা ভাষায় দোভাষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সিডিডির সহকারী সমন্বয়কারী ইফতেখার আহমেদ। সনদপ্রাপ্তদের মধ্যে মিনা চাকমা বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এ ছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী মালেক শেখ, রাশেদুল ইসলাম, আবদুর রাজ্জাক, মোস্তাফিজুর রহমান, মো. হাসান, মোহাম্মদ আলী হোসাইন, আবদুর রহিম, মাহবুবুর রহমান, নাজমুল হক ও মেহরাব হোসেন উপস্থিত ছিলেন। আলোচকদের অনেকে প্রতিবন্ধী শব্দটিকে নেতিবাচক শব্দ হিসেবে উল্লেখ করে নতুন শব্দ ব্যবহারের সুপারিশ করেন।